চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:০৫.০১.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১৫ হাজার কুকুরকে ভ্যাক্সিন প্রদানের মাধ্যমে চট্টগ্রামকে জলাতঙ্কমুক্ত করা হবে

— মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন–এর তত্ত্বাবধানে নগরীকে জলাতঙ্কমুক্ত করতে ১৫ হাজার বেওয়ারিশ কুকুরকে ভ্যাক্সিন প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সোমবার নগরীর বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের সামনে বেওয়ারিশ কুকুরদের ভ্যাক্সিন প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।উদ্বোধনী বক্তব্যে মেয়র বলেন, “আমরা চট্টগ্রাম শহরকে একটি ক্লিন, গ্রিন, হেলদি অ্যান্ড সেফ সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছি। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যবান নগর গড়তে জনস্বাস্থ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে নগরীতে বেওয়ারিশ কুকুরের সংখ্যা বৃদ্ধি, কুকুরের কামড় এবং জলাতঙ্ক রোগ নিয়ে জনসাধারণের উদ্বেগ রয়েছে। এসব সমস্যা মানবিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমাধান করতেই আমরা কুকুর নিধনের পথ পরিহার করে ভ্যাক্সিনেশনের উদ্যোগ নিয়েছি।”মেয়র

জানান, পরিবেশগত ও আইনগত সীমাবদ্ধতার কারণে কুকুর নিধন সম্ভব নয়। এ কারণে ভ্যাক্সিনেশনের মাধ্যমেই টেকসই সমাধান নিশ্চিত করা হচ্ছে। চলতি মাসের নির্ধারিত ছয় দিনের কর্মসূচিতে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে পর্যায়ক্রমে প্রায় ১৫ হাজার কুকুরকে জলাতঙ্কের টিকার আওতায় আনা হবে। তিনি বলেন, “কোনো একটি এলাকায় যদি অন্তত ৭০ শতাংশ কুকুর ভ্যাক্সিনেশনের আওতায় আসে, তবে সেখানে ‘হার্ড ইমিউনিটি’ তৈরি হয়। এর ফলে জলাতঙ্ক ভাইরাসের বিস্তার কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। এটিই আমাদের মূল লক্ষ্য।”জলাতঙ্ক রোগ প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, জলাতঙ্ক একটি অত্যন্ত প্রাণঘাতী ভাইরাসজনিত রোগ, যা মূলত জলাতঙ্ক আক্রান্ত কুকুরের কামড় বা আঁচড়ের মাধ্যমে মানুষের শরীরে সংক্রমিত হয়। তবে সব কুকুরের কামড়েই জলাতঙ্ক হয় না—ভাইরাস বহনকারী কুকুরের ক্ষেত্রেই ঝুঁকি থাকে। তিনি জলাতঙ্ক আক্রান্ত কুকুরের সম্ভাব্য লক্ষণ হিসেবে অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ, লক্ষ্যহীন দৌড়াদৌড়ি, সবকিছু কামড়ানোর প্রবণতা এবং চলাফেরায় অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন। এ ধরনের লক্ষণ দেখা গেলে সাধারণ মানুষকে ওই কুকুরের কাছ থেকে দূরে থাকার এবং তাৎক্ষণিকভাবে সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ বা সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে যোগাযোগ করার আহ্বান জানান তিনি।কুকুরের সঙ্গে মানুষের আচরণ সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা দেন মেয়র। তিনি বলেন, কুকুরও প্রাণী—তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে হবে। খাওয়ার সময়, ঘুমের সময় কিংবা বাচ্চাদের দুধ পান করানোর সময় কুকুরকে বিরক্ত করা যাবে না। কুকুর দেখলে দৌড়ানো, পাথর নিক্ষেপ করা বা চোখে চোখ রেখে তাকানো থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন তিনি। কোনো কুকুর তেড়ে এলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অন্যদিকে তাকানোর কথাও উল্লেখ করেন মেয়র।মেয়র আরও বলেন, “জলাতঙ্ক শতভাগ প্রতিরোধযোগ্য একটি রোগ। নিয়মিত ভ্যাক্সিনেশনের মাধ্যমে পোষা কুকুর ও বিড়ালকেও নিরাপদ রাখতে হবে। এ বিষয়ে নগরবাসীর সচেতন সহযোগিতা ছাড়া আমাদের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।”অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইমাম হোসেন রানা, উপসচিব রাশেদা আক্তার, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা জোবাইদা আক্তার, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট আব্দুস সাত্তার, সাধারণ সম্পাদক হাসান আলী চৌধুরী, সিনিয়র এডভোকেট তারিক আহমেদ, কামরুল ইসলাম সাজ্জাদ, মাহমুদুল ইসলাম মারুফ, জাযেদ বিন রশিদ, জসীম উদ্দীন হিমেল, আশরাফি বিনতে মোতালেব, মোরশেদুর রহমান,ইসকান্দর আলম, এডভোকেট কানিজ কাউসার, ইকবাল হোসেন, মুর্শিদ আলমসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

জুবিলী রোড মার্চেন্টস এসোসিয়েশনের অভিষেক অনুষ্ঠান ২০২৬ সম্পন্ন।

জুবিলী রোড মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশনের অভিষেক ২০২৬ ও র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত এসোসিয়েশনের সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল হালিম সেলিম এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ মঞ্জুরুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়, সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও মোনাজাত পরিচালনা করেন মওলানা আব্দুল্লাহ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহ সভাপতি কামাল হোসেন।

উক্ত অভিষেক অনুষ্ঠানে এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর, বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন আব্দুল হান্নান মহানগর বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি,সাবেক কাউন্সিলর আলহাজ্ব আব্দুল মালেক,এসোসিয়েশনের

সাবেক সভাপতি লায়ন আবু বক্কর সিদ্দিকী।অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ডাঃ শাহাদাত হোসেন বলেন একটি সমৃদ্ধি বাংলাদেশ গড়তে ব্যবসায়ীদের সার্বিক সহযোগিতা দরকার।সিটি মেয়র হিসেবে আপনাদের পাশেই আছি। বিশেষ অতিথিগন তাদের বক্তব্যে জুবিলী রোড মার্চেন্টস এসোসিয়েশনের সকল কার্যক্রমে সদস্যদের সার্বিক সহযোগিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অভিষেক অনুষ্ঠানে নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যদের ফুল দিয়ে বরন করে নেন প্রধান অতিথি। উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি-১ মোঃ শহিদুল ইসলাম,সিনিয়র সহ সভাপতি-২ আব্দুল মান্নান। সহ সভাপতি যথাক্রমে দিদারুল ইসলাম,আব্দুর রহিম, আরমান উর রসুল,যুগ্ম সম্পাদক মোঃ নাজিম উদ্দিন মেহমুদ,সহ সম্পাদক মোঃ তারেক, সাংগঠনিক সম্পাদক আলী আকবর,কোষাধ্যক্ষ হুমায়ুন আহমেদ রাজু,সহ কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ মোস্তফা, প্রচার সম্পাদক বেলাল উদ্দিন, সহ প্রচার সম্পাদক প্রকাশ ঘোষ,দপ্তর সম্পাদক আব্দুর রশীদ,সহ দপ্তর সম্পাদক কামরুল উদ্দিন রুবেল,সমাজ কল্যান সম্পাদক মোঃ শাহাদাত, আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ সুমন,তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক মোঃ জিয়াউল হক সোহেল, ক্রীড়া সম্পাদক ইফতেখারুল হক রানা, কার্যনির্বাহী সদস্য যথাক্রমে আবুল খায়ের,মোস্তাফিজুর রহমান,জসিম উদ্দিন,সাকিব রায়হান,মিনহাজ উদ্দিন,মোঃ মুমিন সহ প্রমুখ।সভায় এসোসিয়েশনের নির্বাচিত কমিটির সঠিক নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সকল কার্যক্রম ব্যবসায়ীদের উপকারের জন্য হয়েছে, এসোসিয়েশনের বাৎসরিক বকেয়া সদস্য ফি আদায়ের লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের কার্যকর ভূমিকা পালনে আহবান জানান, এসোসিয়েশনের সকল কার্যক্রমে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা কামনা করেন,ভবিষ্যতে এসোসিয়েশনের অফিস বড় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।চিটাগাং এর ঐতিহ্যবাহী মেজবানের মাধ্যমে অতিথিদের আপ্যায়িত করা হয়।
আইসিসি কনভেনশন সেন্টারে র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় সকল কার্যক্রম।

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে শুরু হলো দুদিনব্যাপী ‘সেন্ট্রাল স্পোর্টস কার্নিভাল-২০২৬’

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে উৎসবমুখর পরিবেশে শুরু হয়েছে দুদিনব্যাপী ‘সেন্ট্রাল স্পোর্টস কার্নিভাল-২০২৬’। ৫ জানুয়ারি ২০২৬, সোমবার, কার্নিভালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের মাননীয় চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বেলুন উড়িয়ে কার্নিভালের উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, সুস্থ দেহের জন্য সুন্দর মন প্রয়োজন। এজন্য দরকার শারীরিক ব্যায়াম। এই ব্যায়াম না করলে শরীর ভালো থাকে না। ফলে মনও ভালো থাকে না। এ কারণে পড়াশুনাও ভালো হয় না। তিনি মস্তিষ্কের ব্যায়ামের গুরুত্বও তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নেতৃত্বগুণ, শৃঙ্খলা, দলগত চেতনা ও সৌহার্দ্যবোধ গড়ে তোলে। তিনি শিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এ ধরনের আয়োজনকে একটি আধুনিক ও প্রাণবন্ত শিক্ষাঙ্গনের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক উদ্যোগ হিসেবে অভিহিত করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক এস. এম. নছরুল কদির। উল্লেখ্য, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সেন্ট্রাল স্পোর্টস কমিটির আয়োজনে ও ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা ড. আবদুর রহিমের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ৫ ও ৬ জানুয়ারি দুই দিনব্যাপী এই স্পোর্টস কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কার্নিভালের অংশ হিসেবে প্রথম দিন সকালে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। উপাচার্যের নেতৃত্বে শোভাযাত্রাটি প্রিমিয়ার ইউর্নিভার্সিটির দামপাড়া ক্যাম্পাস থেকে শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিইসি ক্যাম্পাসে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রা ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম, আইন অনুষদের অ্যাডজাঙ্কট ডিন প্রফেসর মোরশেদ মাহমুদ খান, রেজিস্ট্রার জনাব মোহাম্মদ ইফতেখার মনির, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের সহযোগী ডিন প্রফেসর এম. মঈনুল হক, প্রকৌশল অনুষদের সহযোগী ডিন প্রফেসর ড. সাহীদ মো. আসিফ ইকবাল, আইন অনুষদের সহকারী ডিন তানজিনা আলম চৌধুরী, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিসের ডিরেক্টর জনাব সাদাত জামান খান, প্রক্টর জনাব মোহাম্মদ সোলাইমান চৌধুরী, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শেখ মুহাম্মদ ইবরাহিম এবং বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান-কো-অর্ডিনেটরবৃন্দ, অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল স্পোর্টস কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তাসনিম উদ্দিন চৌধুরী, আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হুমায়রা নওশিন উর্মি, অর্থনীতি বিভাগের কো-অর্ডিনেটর বদরুল হাসান আউয়াল, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক স্টিভ অস্কার ডি রোজারিও, গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদাউস, স্থাপত্য বিভাগের প্রভাষক শেখ মাহফুজ আলম, ইইই বিভাগের প্রভাষক সৌমেন দত্ত, সমাজতত্ত্ব ও টেকসই উন্নয়ন বিভাগের কো-অর্ডিনেটর আবদুল্লাহ আল মোজাহিদ, সিএসই বিভাগের প্রভাষক মাহমুদুল হাসান, ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড টেকনোলজি বিভাগের প্রভাষক এস. এম. তৌসিফ ও ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিসের কাউন্সেলর ফাইজা চৌধুরী। শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কার্নিভালের আনন্দকে অনেকগুণ বাড়িয়ে তোলে। কার্নিভালের প্রথম দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মোট সাতটি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। ইভেন্টগুলো হলোÒ লুডু, ক্যারম, দাবা, ডার্ট বোর্ড, ফুটবল, টেবিল টেনিস এবং ব্যাডমিন্টন। এর মধ্যে ফুটবল খেলা নগরীর পিএইচপি টার্ফে অনুষ্ঠিত হয়।এই স্পোর্টস কার্নিভালের মূল লক্ষ্য হলো খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা, দলগত সম্প্রীতি গড়ে তোলা এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করা। ৬ জানুয়ারি ২০২৬, মঙ্গলবার বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে কার্নিভালের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮